যুগান্তর

তারিখ ২9 JAN 2016 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বরিশালে এক ভবনে দুটি হাই স্কুল ও একটি বিশ্ববিদ্যালয়

বিব্রতকর পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা

প্রাচুর্য রানা, বরিশাল ব্যুরো

বরিশালে একটি ভবনে চলছে দুটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। একদিকে কিশোর-কিশোরীদের পাঠশালা আরেকদিকে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার সহাবস্থান হওয়ায় উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই পড়েছে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও নতুন শিক্ষার্থীরা নিজেদের কোনো রকমে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা স্কুল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কোনোভাবেই ক্লাস করতে রাজি না। এজন্য বুধবার থেকে নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে ক্লাস সরিয়ে নেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলন, ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

বরিশাল সরকারি জিলা স্কুলের পরিত্যক্ত কলেজ ভবনে ২০১০ সালে প্রকল্প পরিচালকের অফিস ও ২০১১ সালে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তীতে সদর উপজেলার কর্ণকাঠিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ হলে সেখানে পর্যায়ক্রমে এর ক্লাসগুলো সিটি ক্যাম্পাস (জিলা স্কুলের কলেজ ভবনে অবস্থিত) থেকে সরিয়ে নেয়া শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয় : একটি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তারপরও বর্তমানে বাংলা, ইংরেজি, জিওলজি অ্যান্ড মাইনিং ও ফিজিক্স বিষয়ের ক্লাসগুলো সিটি ক্যাম্পাসেই রয়েছে। এদিকে বরিশাল বিভাগীয় শহরে দুটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি আরও নতুন দুটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয় সরকার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নগরীর রূপাতলী ও কাউনিয়ায় দুটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ চলছে। যার নির্মাণ কাজ গতবছর জুনে শেষ হওয়ার কথা ছিল। এ অবস্থায় জিলা স্কুলের পরিত্যক্ত কলেজ ভবনে ওই দুই বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপরই সৃষ্টি হয় জটিলতার। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি ভবনের মধ্যে মাত্র ৩টি ভবন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকিগুলোর কাজ চলছে ধীরগতিতে। কবে নাগাদ কাজ শেষ হবে তাও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ২০১৩ সাল থেকে কর্তৃপক্ষ তাদের শুধু আশ্বাস দিচ্ছে জুন মাসের মধ্যে তারা মেইন ক্যাম্পাসে চলে যাবে। কিন্তু একের পর এক জুন মাস চলে গেলেও তারা অস্থায়ী ক্যাম্পাসেই থেকে গেছে। বর্তমানে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বিষয়ের সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে স্কুল শিক্ষার্থীদের পাশের রুমে ক্লাস করতে হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ৩য় বর্ষের ছাত্র বিমান কুমার পাল জানান, এখানে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরিবেশ নেই। মনে হচ্ছে তারা এখন স্কুলে পড়ছে। স্কুলের শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুদের মতো আচরণ করে। অপর এক শিক্ষার্থী রোকনুজ্জামান বলেন, স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ইভটিজিংয়ের শিকার পর্যন্ত হয়েছে। যা অত্যন্ত লজ্জার। এ অবস্থায় তারা সিটি ক্যাম্পাসের ক্লাসে আর কখনোই ফিরে যাবে না।

কাউনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবক ফারজানা আক্তার ও অপু সিকদার জানান, বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও ছাত্ররা অনেক বেশি চঞ্চল ও দুরন্ত। ফলে প্রায় সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের তর্কাতর্কি বাধে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা স্কুলের ছাত্রীরা অশালীন আচরণের শিকার হয় অনেক সময়। আর এতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক জায়গায় পরিচালিত হওয়ায় একটা হযবরল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে স্কুলে মাত্র দুটি ক্লাস হচ্ছে। আগামী ৩০ জানুয়ারি পুরোদমে ক্লাস শুরু হবে। এরপর পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করবে। তাছাড়া স্থান সংকুলান না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের জাতীয় সংগীত ও শপথ বাক্য ক্লাসে পাঠ করানো হচ্ছে।

রূপাতলী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পাপিয়া জেসমিন দাবি করেন, কোনো প্রকার অসুবিধাই হচ্ছে না। তারা যার যার মতো করে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। তবে কাউনিয়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শঙ্কর কুমার পাল বলেন, একই ছাদের নিচে দুটি বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়ে নিয়ে কার্যক্রম চালাতে গেলে কিছু সমস্যা তো হতেই পারে। জিলা স্কুলের ইংরেজি বিষয়ের সহকারী শিক্ষক শিউলি সাহা বলেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক। তাদের পাশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের ঘোরাফেরা ও আড্ডা দেয়া কিশোর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রভাব ফেলে। এর আগেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জিলা স্কুলের শিক্ষার্থীদের অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। এখন দুই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালাতে গেলে আরও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার শংকা বেড়ে গেল।

নতুন দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজের প্রকল্প পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রথম পর্যায়ে ছয় তলার ফাউন্ডেশনে চার তলা ভবন করার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সাত তলার ফাউন্ডেশনে সাত তলা ভবন করার সিদ্ধান্ত হলে প্রকল্পের কাজ শুরু হতেই দেরি হয়ে যায়। তারপরও তিনি দাবি করেন, চলতি বছরেই বিদ্যালয় দুটির প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হবে। এর পরপরই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এসএম ইমামুল হক নিজের অসহায়ত্বের কথা স্বীকার করে বলেন, কর্ণকাঠির স্থায়ী ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত স্থান ও কক্ষ এখন পর্যন্ত নির্মাণ হয়নি। এ অবস্থায় সিটি ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা আসতে চাইলেও তাদের নিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু তারপরও শিক্ষার্থীরা অহেতুক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ২০১৩ সালের জুনে কর্ণকাঠিতে নির্মাণাধীন ভবনগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর এখন পর্যন্ত গোটা কাজের অর্ধেকও সম্পন্ন করতে পারেনি।

বরিশাল শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ শেষ করার মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়েছে স্বীকার করে বলেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে কাউনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চার তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়ে যাবে। অপরদিকে রূপাতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাজ ধীরগতিতে হওয়ায় এর মাত্র একতলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের কাজ শেষ করতে আরও সময় লাগবে।